ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

SEP. 15 2002

সাত-সতেরো

বধির শিশুদের জন্য শিক্ষালয়

জার্মানির মানবহিতৈষী সংস্থা আন্ধেরি হিলফে ও ইউরোপিয়ান কমিটির আর্থিক সহায়তায় ঢাকার মহাখালীস্থ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত একখণ্ড জমির ওপর ১৯৯১ সালে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিয়ারিং এন্ড স্পিচ ফর চিলড্রেন'-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এক বছরের মধ্যে তা সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করে। এটি একটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত কেন্দ্র, যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল বয়স ও স্তরের লোকদের নাক, কান ও গলা রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র। কানে শোনা নির্ণয়ের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত শব্দ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্ট করার ব্যবস্থাও এতে আছে। এ ছাড়া হিয়ারিং এইড মেরামত ও সংযোজন করার ব্যবস্থাও আছে। এই 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিয়ারিং এন্ড স্পিচের আঙিনায় ১৯৯৩ সালের ২৯ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহম্মদ বধির শিশুদের সমম্বিত বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৯৪ সালের ৭ আগস্টে এতে ক্লাস শুরু হয়। পরে একই বছরের ১১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বধির শিশুদের শক্তিশালী হিয়ারিং এইড সংযোজনের মাধ্যমে শ্রুতিশক্তি পুনর্স্থাপন করে বিদ্যালয়-পূর্ব বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্বাভাবিক শ্রুতিসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কথা বলা শিখানোর উদ্দেশ্যে এই উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক বধির শিশুদের বিশেষ শিক্ষালয়টি তুলনামূলকভাবে শব্দহীন এবং যান্ত্রিকভাবে বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসহ নির্মিত। বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জামসহ একটি মিলনায়তন ও আটটি শ্রেণীকক্ষ আছে (যার চারটিতে এককভাবে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত)। ভবিষ্যতে এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছোট একটি বধিরতা নির্ণয়ের উপকেন্দ্র প্রতিটি বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা শহরে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

প্রায় ১৬৮ জন বধির শিশু বিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন কার্যক্রমে শিক্ষাগ্রহণ করছে। আটটি শ্রেণীকক্ষে দুই শিফটে (সকাল ও দুপুর) মোট ১১৪ জন বধির ছাত্রছাত্রী

বধির শিশুদের সমম্বিত প্রাক-বিদ্যালয় ভবন

এবং ১৬ জন স্বাভাবিক শ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে অধ্যয়নরত আছে। এ সব ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। ৯ জন শ্রেণী সহকারী সার্বিকভাবে শিশুদের খেলাধুলা ও মানসিক উন্নয়নে সহায়তা করে আসছে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, জানুয়ারি ২০০০ থেকে জুন ২০০০ পর্যন্ত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩২। এর মধ্যে বধির শিশুসংখ্যা ১১৬ এবং স্বাভাবিক শ্রুতিসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা ১৬। উল্লিখিত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, ১৯৯৪ সাল থেকে ডিসেম্বর '৯৯ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় থেকে ১৫৯ জন ছাত্রছাত্রী পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও কথা বলা শিখে স্বাভাবিক শ্রুতিসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকার বাইরে প্রথম উপকেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রামকে নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে ২৪ জন বধির ছাত্রছাত্রী উপকেন্দ্রের স্কুলে অধ্যায়ন করছে এবং ২০ জন ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণভাবে কথা বলা শিখে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে পড়ালেখা করার জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক-বিদ্যালয়ে চলে গেছে।

বধির হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোনো অভিশাপ নয়। বরং বধির শিশু-কিশোরদের প্রতি আমাদের দায়িত্বহীন উদাসীনতা হীনমানসিকতারই পরিচয় বহন করে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যখন বধির শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বিশেষ মনোযোগী। তখন আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বধির শিশুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। যে কজন সুন্দর মনের মানুষ বধির তথা প্রতিবন্ধীদের সর্বাত্মক কল্যাণার্থে এগিয়ে এসেছেন প্রয়াত কবি সুফিয়া কামাল তাদের অন্যতম। ঢাকার আউটার সার্কুলার রোডে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের অধীনস্থ 'কল্যাণী' নামের মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষালয়ের দ্বার তার হাতের ছোঁয়াতেই উন্মোচিত হয়। এ বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে অধিক সচেতন ও গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

□ বোরহান উদ্দিন বিশ্বাস